যায়যায়দিন

তারিখ ... 26 JAN 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ...

রাজনৈতিক চাপে একুশের বইমেলায় স্টল বরাদ্দ

দীপন নন্দী

কোনো প্রকাশনা না থাকলেও শুধু রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে প্রায় ১০টি সংগঠন এবারের একুশে বইমেলায় স্টল বরাদ্দ পেয়েছে। এদের নামে স্টল বরাদ্দ না দেয়ার জন্য বইমেলার আয়োজক প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমী বহু চেষ্টা করলেও রাজনৈতিক চাপে শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। তালিকায় ১০টি রাজনৈতিক সংগঠনের নাম থাকলেও বাস্তবে এর সংখ্যা আরো বেশি বলে জানা গেছে। এসব রাজনৈতিক স্টল বরাদ্দের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রণীত অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১২ : নীতিমালা ও নিয়মাবলি শিথিল করতে হয়েছে বলে একাডেমী সূত্র জানায়।

এ প্রসঙ্গে একাডেমীর মহাপরিচালক ড. শামসুজ্জামান খান যায়যায়দিনকে বলেন, 'উত্তর দিকে একাডেমীর দেয়াল পর্যন্ত আর দক্ষিণ দিকে পুষ্টিভবন পর্যন্ত তাদের এলাকা। এই এলাকার মধ্যে তারা

স্টল : পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

স্টল : রাজনৈতিক

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সৃষ্টিকারের প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্থান দিতে চান। একাডেমী প্রাঙ্গণের বাইরের স্টলগুলোতে তাদের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ নেই। সে ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের স্টল সেখানে বসে। এ বিষয়ে তাদের কিছুই করার নেই।

জানা যায়, সংগঠন বিভাগে ৩ ইউনিট বরাদ্দ পেয়েছে বঙ্গবন্ধু বইমেলা পরিষদ, দুই ইউনিট করে বরাদ্দ পেয়েছে বাংলাদেশ আওয়ামী সাংস্কৃতি ফোরাম ও বঙ্গবন্ধু রিসার্চ সেন্টার এবং এক ইউনিট করে বরাদ্দ পেয়েছে বঙ্গবন্ধু শিল্পী গোষ্ঠী, জয়বাংলা ফাউন্ডেশন ও সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু। এছাড়া জাতীয়তাবাদী দল বিএনপিপন্থী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন হিসেবে দুই ইউনিট করে স্টল বরাদ্দ পেয়েছে ধানের শীষ ও জাতীয়তাবাদী সাংস্কৃতিক সংসদ- জাসাস। এছাড়াও, রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে বইমেলায় স্টল বরাদ্দ নিয়েছে বাঙালি ফাউন্ডেশন ও বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ প্রজন্ম। মেলা শুরুর পর এ ধরনের রাজনৈতিক স্টলের সংখ্যা আরো বাড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

জানা যায়, আওয়ামীপন্থী বেশিরভাগ সংগঠনই ২০০৯ সালে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর গজিয়ে উঠেছে। তারপরও ক্ষমতাসীন দলের চাপ ও তদবিরের কারণে স্টল বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। আর বিএনপিপন্থী স্টল বরাদ্দ দেয়ার ক্ষেত্রেও একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে।

২৩ সদস্যবিশিষ্ট মেলা পরিচালনা কমিটি সূত্রে জানা যায়, এবার এসব রাজনৈতিক স্টল বরাদ্দ না দেয়ার জন্য একাডেমী মহাপরিচালক ড. শামসুজ্জামান খান বেশ চেষ্টা করেছেন। তবে শাসক দলের চাপে তিনি সফল হতে পারেননি। এ ধরনের স্টল গতবারের চেয়ে বেশ কম বলে তিনি দাবি করেন।

রাজনৈতিক বিবেচনায় যেসব স্টল বরাদ্দ পেয়েছে তার অধিকাংশ গত বইমেলাতেও স্টল বরাদ্দ পায়। গতবার তাদের স্টল জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছবি নিয়ে সাজানো হয়। এবারো তার ব্যতিক্রম হবে না বলেই মনে হচ্ছে। তবে এসব সংগঠনের নিজস্ব নিজেদের কোনো প্রকার প্রকাশনা নেই। গতবার তাদের স্টলে শোভা পায়, মোকছেদুল মোমেনিন, সুলেমানী খাবনামা, জাফির নায়েকের বক্তৃতামালা ধরনের বই। আরো ছিল ভুল বানানের কপিরাইটহীন শিশুতোষ বই। শুধু তাই নয়, এসব স্টলে ছিল হুমায়ুন আহমেদ, মুহম্মদ জাফর ইকবাল, ইমদাদুল হক মিলনের মতো জনপ্রিয় লেখকদের পাইরেট বইও। যদিও বইমেলার নীতিমালা অনুযায়ী এসব বই প্রকাশক ছাড়া অন্য কোনো স্টলে বিক্রি করার নিয়ম নেই।

একই সাথে গত বছর মেলার ১৯তম দিনে টাস্কফোর্স অভিযান চালিয়ে বাঙলা ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ প্রজন্ম, বাংলাদেশ আওয়ামী প্রজন্ম লীগ, কমল ও সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি গ্রন্থ প্রকাশকে মৌখিকভাবে সতর্ক করে দেয়। পরবর্তী মেলায় তাদের স্টল বরাদ্দ দেয়া হবে না বলেও জানানো হয়। কিন্তু, সে কথা ভুলে গিয়ে তাদের নামে এবারো স্টল বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

এবার ১৪৬টি পুস্তক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানকে ৩৯১টি, সরকারি প্রতিষ্ঠানকে ১৪টি, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনকে ৫৭টি, এনজিও প্রতিষ্ঠানকে ১৯টি, মিডিয়াকে ২১টি, ডিজিটাল স্টলকে ৫টি ও ম্যাপ স্টলকে ২টি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৩ ইউনিটের স্টল ৩৩টি, ২ ইউনিটের স্টল ৭৯টি ও এক ইউনিটের স্টল থাকছে ১৩৪টি। এছাড়া লিটল ম্যাগাজিনের জন্য থাকছে 'লিটল ম্যাগ কর্নার'। এতে প্রায় ৩০টি লিটল ম্যাগাজিনের স্টল থাকবে।